যুগান্তর

তারিখ : 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অচল উদাসীন সরকার

মুসতাক আহমদ

- শিক্ষকরা আলোচনায় আগ্রহী
- সেশনজটের ঝুঁকি বাড়ছে
- ৬ দিন ধরে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ

শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ এই অচলায়তন ভাঙার কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষকরা বারবারই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্রমেই নো-রিটার্ন পয়েন্টে চলে যাচ্ছেন। এতে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারের উদ্যোগহীনতাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। তাদের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। প্রস্তাব পাওয়ার পর তা যাতে সরকার গ্রহণ করে, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাব।

জানা গেছে, শিক্ষক নেতারা সমস্যার সমাধানে নানা পর্যায়ে দৌড়ঝাঁপ করছেন। তবে কোনোভাবেই ছাড় দিয়ে সমঝোতায় আগ্রহী নন তারা। শিক্ষকরা চাচ্ছেন দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে আসুক। ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোনোভাবেই সেশনজটে না পড়ে সেদিকটি মাথায় রেখেই তারা এগোনোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনো পক্ষ যাতে শিক্ষকদের এ মানসিকতার সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য তারা দাবি ছাড় না দেয়ার বিষয়ে অনড়।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্ষতির বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজছি। যে কারণে কেউ ডাকলেই আমরা আলোচনায় বসি। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি চলবে। কোনোভাবেই আমরা পিছপা হব না।

৫ দফা দাবিতে ১১ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন ৩৭ পাবলিক **অচল : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১**

অচল : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। আজ ষষ্ঠ দিনের মতো তাদের কর্মসূচি চলছে। নতুন পে-স্কেল সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশের জন্য সরকার সচিব কমিটি গঠন করে দেয়। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এ কমিটির বসার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে এ কমিটির এখন পর্যন্ত কোনো বৈঠক হয়নি। শিক্ষকরা গত মে মাস থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। এজন্য তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে ৫ বার চিঠি দিয়েছেন। এছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই তারা সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না। এ পরিস্থিতিতে দেশের সিনিয়র নাগরিক ও শিক্ষাবিদরা দ্রুত প্রধানমন্ত্রী বা তার প্রতিনিধির সঙ্গে শিক্ষকদের বৈঠকের প্রত্যাশা করছেন। এ ধরনের বৈঠক ছাড়া সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ। বৈঠকের মাধ্যমেই একটি সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব বলে তারা মনে করেন।

এমিরেটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সোমবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বার্থের আন্দোলন নয়, এটাও শিক্ষারই আন্দোলন। এর সঙ্গে শিক্ষার মানের সম্পর্ক আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় না করলে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হবে না। মেধাচর্চা উৎসাহিত হবে না। এতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হবে। তাই এ ক্ষেত্রে (সুবিধা দেয়া) সরকারের অনমনীয়তা কাম্য নয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কেমন বা রাষ্ট্র শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দেয়— তার প্রতিফলন ঘটে শিক্ষককে মর্যাদা দেয়ার মধ্য দিয়ে। যদি রাষ্ট্র তা না দেয়, তবে মনে করতে হবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সমাজ শিক্ষকের মর্যাদা দেয় একভাবে। কিন্তু রাষ্ট্রকেও সেই মর্যাদা দিতে হবে [illegible] তিনি উল্লেখ করেন।

তবে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ইঙ্গিত ছাড়া সংকটের সমাধান না হওয়ার আশংকাই বেশি। কেননা শিক্ষকরা প্রথম থেকেই তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে আসছেন। এক্ষেত্রে সচিব কমিটিও কিছুই করতে পারবে না। এছাড়া শিক্ষকরা মনে করেন পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য যারা দায়ী তাদের মধ্যে একাধিক আমলাও আছেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, সংকট যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির কাজ শেষ না হওয়ার আগেই পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এমনকি টাইম স্কেল-সিলেকশন গ্রেডের যে বিকল্প প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করিয়েছিলেন তার কোনো প্রতিফলনও নেই পে-স্কেলে। এ দুটি ঘটনার পেছনে আমলাদের হাত থাকতে পারে বলে অভিযোগ শিক্ষক নেতাদের। যে কারণে আমলাদের সঙ্গে শিক্ষকদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতেই শিক্ষক নেতারা সমস্যা নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা বলেন, আমাদের দাবির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাব দিতে বলেছেন। আমাদের দাবি পূরণের বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। কাজেই আমরা অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পূরণ চাই। এর মাঝে নতুন কোনো প্রস্তাব নিয়ে আমরা ভাবিনি। তারা বলেন, এরপরও শিক্ষামন্ত্রী যেহেতু প্রস্তাব চেয়েছেন, তা তৈরি করতে হবে। এ নিয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বসতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর যুক্তরাজ্য গমন : একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার রাতে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তরাজ্য গেছেন। যাওয়ার আগে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'আমি দেশে না থাকলেও অফিসে লাইভ আছি, থাকব। শিক্ষকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে সচিব সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমিও যোগাযোগ রাখছি। তিনি আরও বলেন, 'এর [illegible] বাংলাদেশ দু'বার যোগ দেয়নি। এবার না গেলে দেশের অসম্মান হবে। তাই এমন সময়ে যেতে হচ্ছে। তবে চার দিনের সম্মেলন হলেও দু'দিন থেকে চলে আসব। আশা করছি, এর মধ্যে শিক্ষকরা তাদের প্রস্তাব তৈরি করবেন।'